নির্ঝরিণী।

(গীতিকাব্য।)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন

ঊর্ম্মিলা ও ফুলবালা-গীতিকাব্য-রচয়িতা প্রণীত।

For the heart whose woes are legion,
'Tis a peaceful, soothing region:
For the spirit that walks in shadow,
'Tis—oh, 'tis an Eldorado!

Poe's Dream-Land.

*　　*　　*　　*

We find within these souls of ours,
Some wild germs of a higher birth,
Which in the poet's tropic heart bears flowers
Whose fragrance fills the earth.

Lowell.

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোংর বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে
ষ্ট্যান্হোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত ও গ্রন্থকার কর্ত্তৃক
গাজিপুরে প্রকাশিত।

সন ১২৮৭ সাল।

উপহার।

বঙ্গসাহিত্যকণ্ঠহার কবিবর শ্রীযুক্ত বাবু বলদেব পালিত মহাশয় শ্রদ্ধাস্পদেষু।

প্রদোষে গায়ক যথা তটিনীর তীরে,
প্রাণের নির্য্যাস ঢালি গায় ধীরে ধীরে;
দেহশূন্য প্রেতপ্রায় করি "হায়! হায়!"
নদীবক্ষে সেই স্বর ভাসিয়া বেড়ায়;
ক্ষীণতর—ক্ষীণতর—অস্ফুট হইয়ে,
নদীর কল্লোলে শেষে যায় মিশাইয়ে;
আমিও তেমতি, দেব! সংসার-সাগরে,
*গ্রীক-কবি-সোয়ান্-সম, কাতর অন্তরে
গাহি গো আসন্ন-গীতি, পরাণ ঢালিয়া;
কালের তরঙ্গে স্বর যাবে মিলাইয়া।
আমি ও আমার স্বর এক এবে হায়,
-তোমার দেবেন্দ্র দেব! নাহি এ ধরায়।
নয়নের জ্যোতিঃ মোর গিয়াছে নিবিয়া;
দশন-গহ্বরে হায় গিয়াছে বসিয়া
কঠোর অধর এবে; অবশ এ কর,
লিখিতে বসিলে পরে কাঁপে থর থর;

* The swan of the Greek poets.

হেথা [illegible] গতি কত নর-নারী
স্নেহমুখে, ঘৃণা-চখে, দেয় টিটকারি ,
দয়েল, কোকিল, শ্যামা গিয়াছে উড়িয়া,
অস্থির পিঞ্জর সুধু র'য়েছে পড়িয়া ;
চিনিতে নারিবে মোরে হেরিলে সহসা,
শিহরি উঠিবে শেষে হেরিয়ে দুর্দ্দশা ;—
অশরীরী আত্মা আমি, আগমনী-দিনে
শোকের বিজয়া গাই আপনার মনে ।

কিন্তু তুমি কবিবর,
যে মদিরা দেছ ঢেলে প্রাণের ভিতর ;
সদ্য-ছিন্ন ছাগমুণ্ড ভূমিতে পড়িয়া
উরধে উঠিতে চায় নাচিয়া নাচিয়া—
সেই সে মদিরাযোগে তেমতি আমার
অদ্যাপি এ ক্ষীণ দেহে তাড়িত সঞ্চার !
"রক্তবীজ" সম মম আত্মার ব্যাভার ;
মরে, বাঁচে, নিদ্রা যায়, জাগে রে আবার ;
ধূমমাত্র অবশেষ জীবনের বাতি
রাখি গো দীপের নীচে ; অমনি ঝটিতি
টপ্ করি শিখা ঝরে—সোপান-উপরি
পা রাখিয়ে নামে যেন স্বর্গ-বিদ্যাধরী !
সকলি তোমারি গুণে, তাই দেব ও চরণে
ধোয়াবে এ দাস আজি "নির্ঝরিণী"-জলে,
ভকতি-কুসুম [illegible] [illegible]-নিরঞ্জন ,

বিরহিণী কোকশ্রেণী মেখলা ইহার,
বিকল মরাল ইথে দেয় গো সাঁতার,
ধুতূরা ও রক্তজবা ভাসে ইথে রাত্রি-দিবা,
"নির্ঝরিণী"-জল মোর নয়নের ধার।
তবু দেব,
করিও গ্রহণ পূজা, করিও গ্রহণ,
দিও এ ভকতজনে, দিও গো চরণ।

কুঁয়োঘর, গাজিপুর, }
১৯এ ফাল্গুন। }

বিনয়াবনত,
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

নির্ঝরিণী।

কল্পনা।

(কিট্‌স-বিরচিত ওড্‌টু ফ্যান্সীর
অনুকরণে লিখিত।)

করতলে এরে কি কাজ রাখিয়া ?
চারু কল্পনারে দাও রে ছাড়িয়া।
জগতের সুখ বিদ্যুতের মত,
না হ'তে আঁখির পলক পতিত,
বরিষা কালের জলবিম্বপ্রায়
দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া যায়।
অধিক ঘাঁটিলে রঙ্‌ যায় চ'টে ;
অধিক ঘাঁটিলে রূপ যায় ফেটে ;
অধিক ঘাঁটিলে প্রজাপতি-পাখা
হ'য়ে যায় চূর্ণ, করে হয় মাখা।
কোথা সে নয়ন বিশ্ব-মনোহর
অধিক অধিক নিরখিলে পর

না হয় মলিন ? কোথায় বা সেই
সুষম অধর—গোলাপ-বিজয়ী,
অধিক চুম্বিলে, অধিক পর্শিলে
হলাহল যাহে নাহিক উথলে ?
দাও কল্পনারে, দাও রে ছাড়িয়া,
করতলে এরে কি কাজ রাখিয়া ?
তুলনা-রহিত মোহিনী কল্পনা,
কত যাদু জানে কত গুণপনা ;
বাছিয়া বাছিয়া, বাখানি বাখানি,
তব পাশে কত সুখ দিবে আনি ;
হেমন্তে যখন বাহির জগতে
ফোটে না কুসুম কভু কোন ভিতে,
আনিবে গোলাপ, অতুলনা চাঁপা,
ভাল শোভে যাহে কামিনীর খোঁপা ;
আনিবে মল্লিকা, আনিবে টগর,
ভাল শোভে যাহে দম্পতি-বাসর ;
শিশির-মণ্ডিত আনিবে সেঁউতি,
সিউলি, বকুল, যুথী, কুন্দ, জাতি ;
সহসা তোমার গৃহ-চারি-ভিত
স্বর্গীয় সৌরভে হবে আমোদিত।

সহসা হইবে বীণার ঝঙ্কার,
বাজিবে মুরলী, বাজিবে সেতার ;
নারদের বীণা, মাধবের বাঁশী
সে সঙ্গীত শুনি হইবে উদাসী ;
ডাকিবে কোকিল পঞ্চম ধরিয়া,
উঠিবে পাপিয়া বিভাস গাইয়া ;
জনশূন্য দ্বীপে প্রস্পেরোর মন্ত্রে
পূরিত আকাশ যথা বাদ্যযন্ত্রে,
সেই রূপ তব কক্ষের ভিতরি
সহসা ঝরিবে সঙ্গীত-লহরী।
তুলনা-রহিত মোহিনী-কল্পনা
কত যাদু জানে কত গুণপনা।
তুলি যবনিকা, দেখাবে তোমায়
অপরূপ রঙ্গ-ভূমির উদয় ;
নয়ন ধাঁধিয়া বিদ্যুত-দলকে,
চারু ইন্দ্রধনু শূন্যেতে ঝলকে,
নদ, নদী, গিরি, তরু, লতা, ফুল,
আরসী, সরসী, সফরী চটুল ;
সহসা দেখিবে বেদীর উপরে,
দেবদারু-তলে, হিমাচল-শিরে,

উপবিষ্ট দেব ঋষি ব্যোমকেশ,
(ঔদার্য্য-ব্যঞ্জক ললাট-প্রদেশ),
উৎফুল্ল আননে হ'য়ে একচিত্ত
কহেন উমারে এ বিশ্বের তত্ত্ব ;—
কেন এ অসংখ্য অসংখ্য জীবের
হইছে জনম ; কেন বা এদের
পুনঃ হয় লয় ? কেন এ আশ্বাস ?
কেন মানবের জ্বলন্ত বিশ্বাস,
আছে পরলোক ? এই সব কথা
তন্ন তন্ন করি বুঝান সর্ব্বথা।
বদলিবে দৃশ্য, দেখিবে আবার
অশোক কানন, লঙ্কার মাঝার ;
বসি তরুতলে জনম-দুঃখিনী
কাঁদেন জানকী সতী-কুল-মণি ;
হেনকালে তথা আইলা সরমা,
দেখি সেই শোকমূরতি সুষমা
হইলা অস্থির, মুছি অশ্রুনীর,
চুম্বিলা সীতার চিবুক রুচির ;
দিলেন সিন্দূর ললাটে তাহার,
" গোধূলি-ললাটে তারার " আকার !

তুলনা-রহিত মোহিনী কল্পনা
কত যাদু জানে, কত গুণপনা।
ল'য়ে যাবে তোমা ইন্দ্রের সভায়,
গীত-বাদ্য-সুধা নিত্যই যথায়;
নাচিতেছে রম্ভা—দেয় করতালি
দেবগণ যত, "ভাল—ভাল" বলি।
গলে পারিজাত, দেব শচীপতি
দেখে একদৃষ্টে চরণের গতি।
মরি কি ভঙ্গিমা! গোলকধাঁধা,
দেবের পরাণ হইল বাঁধা।
জ্বলন্ত বিদ্যুৎ ধায় চারিভিতে;
হেনকালে মরি একি আচম্বিতে
রম্ভার কটির বসন খসিল,
দেবেশ ইন্দ্রের ধৈরয টুটিল!
এই সব সুখ বাছিয়া, বাছিয়া,
মোহিনী কল্পনা দিবে রে আনিয়া।
অধিক ঘাঁটিলে রঙ্‌ যায় চটে;
অধিক ঘাঁটিলে রূপ যায় ফেটে;
অধিক ঘাঁটিলে প্রজাপতি-পাখা
হ'য়ে যায় চূর্ণ, করে হয় মাখা;—

কোথা সে নয়ন—বিশ্ব-মনোহর,
অধিক অধিক নিরখিলে পর,
না হয় মলিন ? কোথায় বা সেই
সুষম অধর, গোলাপ-বিজয়ী,
অধিক পর্শিলে, অধিক চুম্বিলে,
হলাহল যাহে নাহিক উথলে ?
তবে——
করতলে এরে কি কাজ রাখিয়া ?
চারু কল্পনারে দাও রে ছাড়িয়া।

ভালবেসনা।

১

বাস ক'রে থাকে কীট পার্থিব কুসুমে রে,
থাকে গুপ্ত বিষধর অগুরু চন্দনে রে,
যুবতী-যৌবন হায়, তটিনী - বুদ্বুদপ্রায়
চকিতে মিলায়ে যায় ; ভুলনা রে ভুলনা,
কারে ভালবেসনা রে বেসনা !

২

জতুর কুসুমে গাঁথা আশার মালিকা রে,
দপ্ করে জ্বলে উঠে অনলের শিখা রে,
মালা সহ শরীরেতে, নর-বক্ষঃ উপরেতে,
দগ্ধচিহ্ন থেকে যায়; ভুলনা রে ভুলনা
কারে ভালবেসনা রে বেসনা!

৩

ওই বিধু তব সঙ্গে গলায় গলায় রে,
পলকে প্রমাদ গণে না হেরে তোমায় রে,
ওই পুনঃ আঁখি ঠেরে, নিরখিয়ে বিজয়েরে,
প্রণয় বিষম খেলা; ভুলনা রে ভুলনা,
কারে ভালবেসনা রে বেসনা!

৪

মেঘে আবরিত হয় সুধাংশু-আনন রে,
দাবানলে দগ্ধ হয় আনন্দ-কানন রে,
যেই ফুল মধু রাখে, সেই ফুল বিষ ঢাকে,
কাচ হেরি হীরাভ্রমে ভুলনা রে ভুলনা,
কারে ভালবেসনারে বেসনা!

৫

ভেবেছ কি মরণান্তে সতী-দাহ হবে রে?
সতীর পদবী সতী খুঁজিয়া লইবে রে?
তটে কাষ্ঠ ঘৃত জ্বলে, সতী কিন্তু কুতূহলে
নগরে ফিরিয়া যায়; ভুলনারে ভুলনা,
কারে ভালবেসনা রে বেসনা।

৬

নাচে বক্ষঃ গুরু গুরু তোমার পরশে রে,
অমনি গলিয়া যাও মোহ ভ্রম বশে রে;
কুহকী কুহক জয়ী, বিষম নাচনি সেই
বিষম প্রেমের খেলা; ভুলনারে ভুলনা,
কারে ভালবেসনা রে বেসনা

৭

আইলে বসন্তকাল কুফুলও ফোটে রে,
লতিকাও অলিসঙ্গে মল্লিকায় জোটে রে;
রজনীগন্ধার মত, ঘোর গন্ধে আকুলিত,
অরুচি জনমে প্রেমে; ভুলনারে ভুলনা,
কারে ভালবেসনা রে বেসনা।

আঁখি-যুগ বিস্ফারিয়া, হাসি-রাশি ছড়াইয়া,
জননীর কম্বকণ্ঠ করিল ধারণ ;
নাচে সিন্ধু শশী-করে,
টানে রবি ধরণীরে,
যাদুরে করিল যাদু জননী-বদন—
ও যে আঁখির মিলন।

২

আঁখির মিলন ও যে আঁখির মিলন রে,
আঁখির মিলন ;
লোকে না বুঝিল কিছু, লোকে না জানিল কিছু,
দম্পতীর হ'ল তবু শত আলাপন ;
হ'ল মন জানাজানি, হ'ল প্রাণ টানাটানি,
আশার চিকণ হাসি, মানের রোদন,
বিজয়ায় কোলাকুলি,
আঁধারে শ্যামার বুলি,
প্রেমের বিরহ-ক্ষতে চন্দন-লেপন—
ও যে আঁখির মিলন।

৩

আঁখির মিলন ও যে আঁখির মিলন রে,
আঁখির মিলন ;

পাখী, শাখী, তরঙ্গিণী করে সুমধুর ধ্বনি,
"আয় খ্যাপা ধেয়ে আয়, পাবি দরশন;"
ফ্যাল্ ফ্যাল্ কবি চায়, ভেবে ঠিক্ নাহি পায়
কোন্ দিকে, হায়! ও যে সকলি মোহন!
প্রকৃতির সাথে হয়
কবি - চিত্ত - বিনিময়,
সংসার বোঝে না সেই জীবন্ত স্বপন—
ও যে আঁখির মিলন।

৪

আঁখির মিলন ও যে আঁখির মিলন গো
আঁখির মিলন
কি খেলা খেলালে মাগো, কি লীলা দেখালে
শূন্যে গাঁথা র'য়ে গেল, ফেরে না নয়ন
খিলটি সরিল না রে, চাবিটি খুলিল না
আ মরি কি ভোজবাজি চুরি হ'ল মন!
আমি হাসি চুরি গেলে,
লোকেতে পাগল বলে,
জানে না গো মহাকালী কি ধন সে·ধন
ওই আঁখির মিলন।

৮

চিরদিন পূর্ণশশী উদয়’তে হয় না,
চিরদিন ঋতুরাজ ধরাতলে রয় না;
চিরদিন ভালবাসা, হৃদয়ে করে না বাসা,
বনপাখী বনে যায়; ভুল না রে ভুল না,
কারে ভালবেসনা রে বেসনা!

৯

সকলি জলের খেলা ইন্দ্রধনুপ্রায় রে,
দেখিতে দেখিতে প্রেম মিলাইয়া যায় রে;
বার শোকের ধারা, তিমিরে হইয়ে সারা,
দর্শকের আঁখি যায়; ভুল না রে ভুল না,
কারে ভালবেসনা রে বেসনা!

১০

গোলাপে কণ্টক হয়, বিধাতার খেলা রে,
অগ্নির বিকারমাত্র সুন্দরী চপলা রে;
রত্নের উত্তম যেই, উজ্জ্বল হীরক সেই,
অঙ্গার বিকারমাত্র; ভুল না রে ভুল না,
কারে ভালবেসনা রে বেসনা!

১১

ছুঁইলেই গ'লে যায়, প্রজাপতি-পাখা রে,
আগমনী না হইতে বিজয়ার দেখা রে,
অভিনয় না ফুরাতে, রঙ্গভূমি-প্রাঙ্গণেতে
সূর্য্যরশ্মি দেখা যায়; ভুল না রে ভুল না,
কারে ভালবেসনা রে বেসনা

১২

নদীগর্ভে কিশলয় শিলাময় হয় রে,
শশধরে ম্লান করে ঊষার উদয় রে;
সরলা বালিকা হায়, প্রগল্‌ভা হইয়া
বাসি প্রেম তিক্ত বড়; ভুল না রে ভুল না,
কারে ভালবেসনা রে বেসনা!

আঁখির মিলন।

১

আঁখির মিলন ও যে আঁখির মিলন রে,
আঁখির মিলন;
ভুলিল রে ধূলি-খেলা, ভুলিল সঙ্গীর মেলা,
বাহু পসারিয়া করে আত্ম-সমর্পণ;

একটি শুষ্ক গোলাপ ফুল দেখিয়া।

১

ছিলে তুমি ফুল
প্রকৃতির সোহাগের ধন ;
্যানেরে আলো করি ছিলে তুমি ফুলেশ্বরি
ভুলাইতে সকলেরি মন ;
ভ্রমর চটুল, হইত আকুল
করি তব মুখ পরশন।

২

এবে শোভাহীন,
মধুরিমা হ'য়েছে বিলীন ;
বিদ্রূপ করি, মৃতগন্ধ আছে মরি,
তাহে নাহি ভোলে অলি-মন ;
ওই অলি ধায়, ওই অলি যায়,
গন্ধময়ী মালতি-সদন।

৩

শোন্ রে গোলাপ—
তার সনে করিয়া আলাপ,
তার কাণে কাণে, "কেন দুঃখ দেয় প্রাণে,
কেন রে বাড়ায় মনস্তাপ ?
তপন উদিবে, সেও শুকাইবে,
ফুরাইবে যৌবনের দাপ।

৪

হায়! এই ভবে

চিরস্থায়ী কে কোথায় কবে!

আশাময়ি আশা করি, চাহ প্রজাপতি ধরি,

প্রজাপতি কোথায় পলায়!

যাক্ কিছু দিন, হবে শোভাহীন

তুমিও এ গোলাপের প্রায়।”

কুসুমে কীট।

১

এক দিন বনে,

কল্পনাসঙ্গিনী-সনে, ভ্রমিতেছি অন্যমনে,

বিষাদে মগন;

কিছুতেই সুখ নাই, শূন্যময় সর্ব্বঠাঁই,

সংসার যাহার পক্ষে হইয়াছে বন,

কি সুখ তাহারে দিবে ভীষণ কানন?

২

ধাই চারিদিকে—

দেখিলাম হেনকালে উচ্চ সহকার-কোলে

উঠিছে কৌতুকে

মোহিনী মাধবী-লতা, মোহন কুসুমযুতা—
সহকার-তলে আমি দাঁড়া'নু যেমনি,
গাত্রে মোর খসিয়া পড়িল পল্লবিনী।

৩

যতনে আদরে
সে লতা-প্রশাখা ল'য়ে, বিগত-বিষাদ হ'য়ে
ফিরিলাম ঘরে;
যামিনীতে মহোল্লাসে, রাখিলাম শয্যাপাশে—
হায়! সেই লতাগুপ্ত কীট দুরাচার,
দয়াহীন দংশিলেক শরীরে আমার।

৪

চন্দ্রের কিরণ
সংসার বৃশ্চিক-দষ্ট, চিত্তের উৎকট কষ্ট
করে নিবারণ;
এত ভাবি ভাগ্যহীন সেবে তাহা প্রতিদিন—
ভাগ্যদোষে সেই চন্দ্র অমৃত-আধার
করে হায় পক্ষাঘাত রোগের সঞ্চার।

৫

হতভাগ্য আমি,
জানিতাম আগে যদি বিধির এ ঘোর বিধি
কোন্ পথগামী,

তা হ'লে সুখের জন্য সতত হৃদয় ক্ষুণ্ণ,
নিরাশা কি লইতাম শান্তি-বিনিময়ে ?
হইতাম উপনীত এ ঘোর নিরয়ে ?

৬

তবু সেই দিন
প্রথম মিলন-দিন স্মৃতিপথে সম্মুখীন
হয় যেই ক্ষণ,
সব শোক ভুলে যাই, হস্তে যেন স্বর্গ পাই,
সহসা দর্শন যবে দিলে প্রাণেশ্বরি,—
চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া মোহিনী-মাধুরী।

৭

সে দিবস, হায়!
প্রকৃতির চারু ছবি, গগনে ফুটিল রবি,
মধুরতাময় ;
নর-নারী বৃক্ষশাখা সব মধুরতা মাখা—
মধুর মধুর ভিন্ন নয়নে উপরে
কি আর দেখিব বল এমন মুকুরে ?

৮

বল মোরে প্রাণ,
নিতি নিতি অভিনব, কোমল ও মুখ তব
সরল নয়ন ;

হিয়া করি জর জর, কেমনে বিষাক্ত শর
তোমার আশ্রিত জনে করিলে সন্ধান ?
প্রতিমে! কেমনে তুমি হইলে পাষাণ ?

৯

কেন দেখাইলে
স্বর্গের সোপান দিয়া স্বর্গের মোহিনী ছায়া,
পশিতে না দিলে ?
ছিনু ভাল ধরাপরে, জানিতাম ভাল করে
—রোগ শোক জরা মৃত্যু মানব-প্রকৃতি,
অদৃষ্ট-শৃঙ্খল হ'তে নাহি অব্যাহতি।

১০

চাহ কি দেখিতে
অন্তঃশিলা ফল্গুমত, কেমনে অভাগা-চিত
ভাসিছে শোণিতে ?
কি ঘোর যাতনা সই, জান না কাঁদাও তাই,
হৃপভাঙ্গা কারে বলে যদি গো জানিতে,
তুমিও গো কৃপাময়ি শোণিতে ভাসিতে।

ময়না।

(এমেরিকাদেশীয় এড্‌গার পোক্কত রেভ্‌ন্ নামক কবিতার অনুকরণে বিরচিত।)

১

"কি দোষে গো প্রিয়া ত্যজিলে আমায় ?
কি দোষে রে কাল হরিলি তাহায় ?
কি দোষ ক'রেছি কিছুই জানি না,
কেন বিধাতার হেন বিড়ম্বনা ?"
এই সব আমি ভাবিতেছি মনে
প্রিয়ার সুমুখ জাগিছে স্মরণে।

২

মধ্যাহ্ন রজনী! ঘোর অমারাত্রি,
ঝিল্লীচ্ছলে ওই কাঁদিছে ধরিত্রী ;
ততোধিক হৃদি তমস-আচ্ছন্ন,
অনন্ত অজেয় মোর এ-মালিন্য ;
পূর্ণিমা হইবে, জগত হাসিবে,
এ হৃদয় মম নাহি উজলিবে।

৩

জ্বলিতেছে ওই প্রদীপের শিখা,
এ হৃদি-মাঝারে ঔদাস্যের রেখা

আরও যেন স্পষ্ট করিছে অঙ্কিত ;
এ রেখার চিহ্ন হবে না নিহত।
অন্তঃশিলা ফল্গু-জলের মতন
হৃদয় করিছে রক্ত উদ্গীরণ।

৪

ছট্‌পট্ করি, দুই পার্শ্বে যাই,
মশারি গুটাই, আবার খাটাই,
কপালকুণ্ডলা দেখি ধীরে ধীরে,
"দূর কর" বলি ফেলি পুনঃ দূরে ;
হায়! রে বাতুল! বৃশ্চিক-দংশন
কর-মার্জ্জনেতে যায় কি কখন!

৫

ওই কালী-মূর্ত্তি শিয়রে স্থাপিত ;
তার পানে চাহি বাতুলের মত,
বাতুলের মত কহি তাঁর কাছে—
"আমার হৃদয়, বল কোথা আছে ;
মর অঙ্গ ত্যজি পাব কি মা তায়,
পাব কি কদমে বলে দে আমায় ?"

৬

"পাব কি কদমে" বলিনু যেমতি
অমনি পবন বহিল ঝটিতি,

নিবাইল দীপ, ঘনমেঘ আসি,
ঢাকিল আকাশে নক্ষত্রের রাশি ;
শূন্য হিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল,
ভগ্ন বক্ষঃ মোর অসাড় হইল।

৭

কক্ষ অন্ধকার, বাহির আঁধার,
হায়রে আঁধার হৃদয়-আগার।
ভীত হৃদয়েরে প্রশান্ত করিতে
আপনা আপনি লাগিনু কহিতে,
" পাইব বইকি, পাব আমি তারে,
পরলোকে গিয়া পাইব প্রিয়ারে।

৮

" পাব সে আমার শৈশব-সঙ্গিনী
সুখস্বরূপিণী সন্তাপহারিণী।"
বলিনু যেমতি, " না না না " করিয়া
কে যেন কক্ষেতে বলিল উঠিয়া,—
কেহ নাহি ঘরে, কে কথা কহিল!
ভাবিয়া আকুল, পরাণ উড়িল।

৯

এমন সময়ে—নক্ষত্র-আলোক
বতায়ন-পথে হ'য়ে প্রবেশক,

দেখাইল মোরে—(অদ্ভুত আশ্চর্য্য !
নহে পরিজ্ঞেয়, বিধাতার কার্য্য;)
কোথা হ'তে এক ময়না আসিয়া
ব'সেছে কালীর চরণ বেষ্টিয়া!

১০

" বল্ নিশাদূত কে তোরে পাঠালে ?
কথা কহিবারে কে তোরে শিখালে ?
পাব কি কদমে এ জন্ম-অন্তরে,
পারিস্ কি পাখি ব'লে দিতে মোরে ? "
কথা শুনি মোর, " না না না না না না,"
ওষ্ঠ খাড়া করি কহিল ময়না।

১১

কথা শুনি এর হইল বিস্ময়,
কিন্তু তথাপিও হইল না ভয়;
না না বিনা কথা জানে না ময়না,
না না বিনা অন্য কথাই কয় না,
অবশ্য পাইব প্রিয়ারে আমার,
পাইব কদমে বৈতরিণী-পার।

১২

পুঁষেছিল এরে হতভাগ্য নর;
রাশি রাশি দুঃখ দুঃখের উপর

সহি অহর্নিশি, হইয়ে নিরাশ,
শিখাইল এরে নিরাশার ভাষ,
তাই অন্য কথা জানেনা ময়না
"না না" বিনা অন্য কথাই কয় না।

১৩

বল্ বল্ পাখি সুধাই আবার
মরিলে কি দেখা পায় পুনর্ব্বার?
ত্যজি মর-তনু বৈতরিণী-পার
পাব কি দেখিতে সুমুখ তাহার?
পাব না কদমে, যন্ত্রণা যাবে না?
উতরিল পাখী "কখন পাবে না।"

১৪

ভূতযোনি তুই পাখী কভু ন'স্,
ছাড় মোর গৃহ যে হোস্ সে হোস্,
যে প্রণয়ে অগ্নি প্রদান করিলি,
যে আশা-কুসুম সমূলে ছিঁড়িলি,
পাখী কভু ন'স্, প্রেত কিম্বা ভূত,
ছাড় ছাড় গৃহ ওরে নিশাদূত।

১৫

কেবা শোনে কথা? পাষণ্ড ময়না
গৃহ ত্যজি মোর বাহির হ'ল না;

অদ্যাপিও আছে শিয়রে আমার,
কালী-মূর্ত্তি পাশে অশিব আকার ;
যাবৎ এ প্রাণ বাহির হয় না
তাবৎ এ ভাবে রহিবে ময়না।

উদাসিনী।

যাব সই বনবাসে, কাজ নাই গৃহবাসে,
অঙ্গের এ আভরণ লও শীঘ্র খুলিয়া ;
কালকীট হৃদে পশি বসায়েছে খর অসি,
উদাসিনী হ'য়ে আমি যাব তাই চলিয়া ;
মালা রচি বনফুলে সখিরে দোলাব গলে,
দেখাব তরুরে স্থধু বনে বনে ভ্রমিয়া ;
সিন্দূর—সধবা-সাধ সাধিতে নারিবে বাদ,
সংসারীর চিহ্ন যত দিব দূরে ফেলিয়া,
আভরণ লও শীঘ্র খুলিয়া।

* * * *

না সখি এ কার স্বর ? এযে পরিচিত স্বর,
এযে স্বর নিল মোর প্রাণ মন কাড়িয়া ;
হব না লো উদাসিনী, সতীর হৃদয়মণি

প্রাণনাথ যান নাই দুঃখিনীরে ভুলিয়া ;
আসিছেন প্রাণসই আমার প্রাণেশ ওই,
চন্দ্রিকার ছটা যেন শোভিছে প্রাঙ্গণেরে,—
সংসারীর যত সুখ উদাসী কি জানে রে ?

জবা কুসুম।

১

গেঁথ না আমার লাগি চম্পকের হার,
তাহা পরিব না গলে ;
আমার হৃদয় ফাঁপা, তারোপরে কেন চাঁপা
চাপাইবে ? চাঁপা ল'য়ে কি কাজ আমার ?
আমি পরিব না চম্পকের হার।

২

যাও সখি নগরীতে মোর মাথা খাও,
দেখি তথা নববধূ,
সাদরে চিবুক ধরি, শুভ আশীর্ব্বাদ করি,
মোহন চম্পক-হার তাহাতে পরাও,
সখি সযতনে গলে তার দাও।

৩

গেঁথ না আমার লাগি পদ্ম-পুষ্প-হার,
অ'ত সুন্দর চিকণ,
দুঃখে দুঃখে এ হৃদয় হইয়াছে শিলাময়,
প্রস্তরে কুসুম পাঁতি ফোটে কি কখন ?
সখি মোর লাগি ক'র না রচন।

৪

ল'য়ে যাও পদ্মহার কর্ণফুলী-তীরে,
মোর অনুরোধ সই ;
কবিরে প্রণাম ক'রে, ভকতি ও শ্রদ্ধাভরে
জয়মাল্য গলে তাঁর দিও পরাইয়া,
সখি, সার্থক হইবে তব ক্রিয়া।

৫

পরাইবে মোর গলে কুসুমের হার,
একি তব সাধ সই !
আর কিছু দিন যাক্, এ শরীর হোক্ খাক্,
দোলাইও মালা তবে গলেতে আমার,
সখি মিটাইও বাসনা তোমার।

৬

রক্তিম জবার মালা তখন্ গাঁথিও,
নয়ন সলিলপূর্ণ ;
আমারে তুলিয়ে খাটে, যাইবে ত্রিবেণী-ঘাটে,
শুভলগ্নে শুভক্ষণে গলে মোর দিও,
সই, আপনার সাধ মিটাইও।

মায়া-উদ্যান।

১

উছলে মধুর রবে " পদ্মপুষ্করিণী, "
তরঙ্গ পরশে গিয়া তট-তরু-শ্রেণী,
অস্থির চঞ্চলমতি, কহে বায়ু চারি ভিতি,
প্রতি শতদল-কাণে প্রেমের কাহিনী।

২

অনন্ত গগন-রাজ্য আলোকে উজলি
ভাসিছেন সুধাকর হাসির আসারে ;
হাসে পদ্মপুষ্করিণী, হাসে পদ্মকুমুদিনী,
ধরে না হাসির ঘটা উদ্যান মাঝারে।

৩

হেমাভ সোপান ওই, হৈম স্থলহরী,
তটে নব দূর্ব্বাদল সুবর্ণের রাশি,
সলিলে কমলচয়, আহা কি সুবর্ণময়!
আজি পদ্মপুষ্করিণী মানস-সরসী।

৪

ফুটিছে নীরবে ওই চম্পক বকুল,
নীরবে আবেশ ভরে খসিছে করবী,
প্রকৃতি সোহাগে মাখা মোদে আঁখি সেফালিকা,
সহকার-কোলে মরি উঠিছে মাধবী।

৫

অশোকের ডালে ডালে জোনাকীর পাঁতি
প্রকৃতি কুন্তলে যেন সুমোহন সিঁতি;
অশোক—সিন্দূর সম ললাটেতে অনুপম;
সধবার সাজে আজি সজ্জিতা প্রকৃতি!

৬

কুন্তলে গোলাপ চাঁপা; কাণেতে কদম;
অধরে চাঁদের হাসি ভুবনমোহিনী;
সধবার মনোমত বরিয়া "সাবিত্রী-ব্রত,"
পূজিছেন পুরুষেরে প্রকৃতি রমণী।

৭

এ হেন উদ্যানে আমি কি জন্য না জানি
গেলাম সে জ্যোৎস্নাময়ী পূর্ণিমা নিশায়!
সজ্ঞানে কি ঘুমঘোরে না জানি কি ভাব ভোরে
আশা কুহকিনী কিরে ডাকিল আমায়?

৮

দেখিলাম ফুল, ফল, পল্লব, সরসী,
সরসীতে সমাগম রজত কাঞ্চনে,
মোহিনী লতিকা চাহে তরুর বক্ষেতে রহে,
পবন সাহায্য করে সে সুখ মিলনে।

৯

সহসা কি দেখিলাম? সহসা বিলয়
সরসী পাদপশ্রেণী হোল সমুদয়;
বেষ্টিত গোলাপতরু উদ্যানের সার চারু
একমাত্র ভূমিখণ্ড রহিল তথায়।

১০

সেই সে মধুর কুঞ্জ গোলাপ-মণ্ডপে
দেখিলাম উদ্যানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী;
চাহিয়া চাহিয়া দেখি কিছুতেই নহি সুখী,
ইচ্ছা প্রেম-ফুল দিয়া পদযুগ সেবি।

১১

বাসনা সে প্রেমমূর্ত্তি হৃদয়ে জড়াতে,
বিপুল জগতস্মৃতি জলাঞ্জলি দিতে
প্রতিমে। দয়ার্দ্র চিতে দিলে কর পরশিতে
মুহূর্ত্তেক লাগি দেবি সকলি ভুলিতে।

১২

সে ক্ষণে ভুলিনু দেবি, ভুলিনু সকল,
ভুলিতে নারিনু কিন্তু বক্ষেতে আমার
প্রণয় বিদ্যুৎপাৎ আঘাতিল অকস্মাৎ,
করিল তোমার (ও) বক্ষে তাড়িত সঞ্চার।

১৩

ভুলি নাই, ভুলিব না "তুমিই আমার,"
মোর কণ্ঠ জড়াইয়া কহিলে আবার
"বাসিয়াছি চিরকাল, বাসিবরে চিরকাল—
অবলা বঙ্গের নারী, ঘোর দেশাচার।"

১৪

সেই দেশাচার বিধু দুই খণ্ড করি
দুই পথে লয়ে গেছে সে প্রেমতটিনী ;
ঘোর অদৃষ্টের বলে ভিন্ন ভিন্ন উপকূলে
এবে মোরা উপনীত শৈশব-সঙ্গিনি !

১৫

অদৃষ্টের করে প্রিয়ে মানি পরাজয়,
সে সুখ-মিলন লাগি কিন্তু নাহি খেদ,
কহিনা রে "ভাল হোত যদি নাহি দেখা হোত"
বরং ভাল এই দুঃখ মিলনে বিচ্ছেদ।

১৬

"কেন দেখিলাম ?" আমি কহি না সখেদে ;
প্রিয়ে তব সেই ধ্রুব-নক্ষত্র নয়ন
অদ্যাপিও পথ বলে সংসার-জলধি-জলে,
দেখাইবে পথ প্রিয়ে যাবৎ জীবন।

১৭

ভয়ে শোকে অভিভূত হইব যখনি
তোমার সরল চক্ষু স্মরিব তখনি ;
উন্মাদ-উৎসাহ-দাতা জিনিয়া বক্তার কথা,
তোমার সরল চক্ষু নাচাবে ধমনি।

১৮

প্রেয়সি রে! তব ওই সরল নয়ান
কি ছার উহার কাছে "মানস বিজ্ঞান!"
নিরাশে বিষাদে প্রিয়ে শত উপদেশ দিয়ে
করিবে আমারে সদা সান্ত্বনা প্রদান।

১৯

থাক সুখে করি এই নিয়ত কামনা,
ভুলে যাও প্রাণাধিকে বিগত ভাবনা,
অঙ্গের ভূষণরাশি পাইয়াছ দাসদাসী
কেনই বা হবে তুমি চিন্তায় মগনা ?

২০

তবে যদি গৃহকার্য্য করিতে করিতে,
এক দ্রব্য রাখি বিধু অপর তুলিতে,
দ্বিতীয়ার শশী সনে সাগরের সম্মিলনে
ঈষৎ চাঞ্চল্য যথা, তোমার মনেতে
হয় যদি চঞ্চলতা বিগত স্মরিয়া,
মনে যদি পড়ে তব শৈশব-সঙ্গীরে,
ভুলে যেও প্রিয়তমে ! ভাবিও স্বপনে ভ্রমে,
দেখেছিলে এই জনে উদ্যান ভিতরে।

২২

অলীক স্বপন সেই মায়ার উদ্যান,
অলীক স্বপন তব পদ্ম-পুষ্করিণী,
সত্যমাত্র মৃদুভাষে তব কোলে “খোকা” হাসে,
তুমি বিধু স্নেহময়ী শিশুর জননী।

আমার দেবতা।

১

কে বলে নাস্তিক মোরে? নাস্তিক'ত নই রে,
নাস্তিকের অগোচর পাপ বল কই রে?
ভকতি-কুসম-দলে বিশ্বাসের বিল্বদলে
দিবানিশি পূজি আমি কোটি কোটি দেবতা,
তোমার বৈকুণ্ঠপুরী তোমার অমরপুরী
কি জানিবে ইহাদের মহিমার বারতা?
মহাশক্তিময়ী এরা জানেরে বিপুল ধরা,
দুর্ব্বল তোমার দেব কি রাখেরে ক্ষমতা?
যেন কুসুমের স্তূপ মোহিনী মাধুরী রূপ
দেখিলেই চলে যায় পাপচিন্তা খলতা,
কে বলে নাস্তিক মোরে ত্যজি লজ্জাশীলতা?

২

ভুবনমোহিনী মম লক্ষ্মীরূপা ইন্দিরা;
আমার এ "লক্ষ্মীমণি" দেখ আসি তোমরা।
হেন লক্ষ্মী ঘরে যার কিসের অভাব তার?
বহে সদা স্রোতস্বিনী ঢালি সুখ অমিয়া;

কিবা কক্ষ কি প্রাঙ্গণে কিবা নিশি কিবা দিনে
উজ্জ্বল স্ফটিক যেন রেখেছেন গড়িয়া ;
দিতেছেন আলপনা হায় যেন সুখকণা
শান্তির ঝরণা হ'তে যাইতেছে বহিয়া ;
থাক লক্ষ্মী, থাক ঘরে, যেওনা আমারে ছেড়ে,
তুমি গেলে কিবা সুখ এ জীবন ধরিয়া ?
আমার এ "লক্ষ্মীমণি" দেখ আসি ছুটিয়া।

৩

জিনি শত সরস্বতী ওই দেখ "সরলা,"
কবিতা সরসে মগ্ন হাব ভাবে বিহ্বলা ;
খুলিয়া হৃদয়-ছবি পাঠ করিছেন দেবী,
ক্রমে মোর জ্ঞানশক্তি হইতেছে বিকলা,
শত শত বীণাযন্ত্র শত শত মোহমন্ত্র
ছত্রিশ রাগিণী যেন হইয়াছে উতলা ;
এই দেবী কতবার শান্তি ও অমৃতাধার
লিখেছেন লিপি মোরে প্রেমাক্ষরে উজলা,
সেই লিপি পাঠ করি পোহায়েছে বিভাবরী
তথাপি মেটেনি আশা—প্রতিভায় বিকলা।
জিনি শত সরস্বতী ওই দেখ "সরলা।"

৪

কোটি অন্নপূর্ণা মোর স্নেহময়ী জননী
এমন মায়ার খণি ধরাতলে দেখিনি;
যাহা চাই তাহা পাই, কিছুরি অভাব নাই,
পুত্র লাগি নাহি ডর হোতে আত্ম-ঘাতিনী;
এ দাসে মা মনে রেখ, সদা দয়াময়ী থেক,
"ক'র না গো মধুহীন তব মন-পদ্মিনী;"
পিতা মম ভোলানাথ, হইলে অশনিপাত
ভাবেন অমৃতরূপী পড়িল এ অশনি,
আশৈশব নিজ হাতে পালিলে এ মূঢ় সুতে,
এবে তুমি কোন প্রাণে ত্যজিবে গো জননি?
অতুল দয়ার উৎস দক্ষিণতা রূপিণি!

৫

ইন্দ্রের বিদ্যুৎ জিনি ওই দেখ "চপলা"
ইন্দ্রের বিদ্যুৎ সম নহে কিন্তু চঞ্চলা;
হেন স্থির সৌদামিনী যার অঙ্কে আরোহিণী
এই বিশ্ব তার চক্ষে অবিরত উজলা।
নিরাশা তিমির নাশে, অস্ফুট মন্দিরা-ভাষে
নাচায়ে মানস-শিখী, শ্রুতি করে শীতলা;
এমন সন্দেশ-বহ ভূতলে দেখেনি কেহ,
শ্বশ্রু ইন্দ্রানীর আজ্ঞা পালিবারে উতলা;

চুপি চুপি হাসি হাসি মেঘের নিকটে আসি
ঢাকেন মেঘের আঁখী, নিজ রঙ্গে বিহ্বলা,
ইন্দ্রের বিদ্যুৎ জিনি খেলে ওই চপলা।

৬

অপূর্ব্ব মহিমাময়ী ওই দেখ ইন্দ্রানী,
নম্রতা-মন্দার-পুষ্পে সর্ব্ব-অঙ্গ-শোভিনী;
রামি শ্যামি আদি করি যতেক দৈত্যের নারী
সাহস করিতে নারে হোতে পার্শ্ববর্ত্তিনী;
অথচ দেবরগণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবগণে
যত্ন-সুধা দেন সদা সুধা-পাত্র-ধারিণী;
আধ আধ সুধা ভাষে বালক জয়ন্ত হাসে,
অমনি গলিয়া যান, স্নেহময়ী জননী—
অমনি উৎসঙ্গে তুলি, অপূর্ব্ব কটাক্ষ ফেলি,
দেবরাজ-ক্রোড়ে দেন ত্রিভুবন-মোহিনী;
অপূর্ব্ব মহিমাময়ী দেবরাজ-রমণী!

৭

জিনি কোটি কোটি রতি এ "বসন্তকুমারী"!
ধরায় ধরে না দেখ অতুলনা মাধুরী!
মণ্ডিয়া সুন্দর খোঁপা শোভিছে গোলাপ চাঁপা,
নীলবস্ত্র রহিয়াছে চারু তনু আবরি;

প্রণয়ের ফাঁদ পেতে, অনঙ্গেরে ভুলাইতে
জানে বালা কত শত হাব ভাব চাতুরি ;
না হেরিলে কন্দর্পেরে ধরা শূন্যময় হেরে,
ভাবে বালা পুনঃ বুঝি ক্রুদ্ধ হ'ল স্মরারি ;
পতির শিরের সাজ রাখি অলকের মাঝ
দেখায় পতিরে দেখ পীরিতির চাতুরি !
জিনি কোটি কোটি রতি এ বসন্তকুমারী !

৮

এই রূপে শত শত কোটি কোটি দেবতা,
হৃদয়-মন্দির মাঝে হয় সদা সেবিতা ;
হৃদয়-শোণিত ঢালি, করি আমি নর-বলি,
দেবী-পদে রক্ত-বিন্দু শোভে যেন মুকুতা ;
তোমার বৈকুণ্ঠপুরী তোমার অমরপুরী
কি জানিবে ইহাদের মহিমার বারতা ?
মহাশক্তিময়ী এরা জানে 'রে বিপুল ধরা,
দুর্ব্বল তোমার দেব কি রাখে রে ক্ষমতা,
অনন্ত তপস্যা করি যাপি আমি বিভাবরী,
কে বলে নাস্তিক মোরে ত্যজি লজ্জাশীলতা ?
নাস্তিক বলিতে মোরে কার আছে ক্ষমতা ?

পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী।

১

পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী !
কেন এসে উঁকি মার কেন গো নয়নাসার
ফেল তুমি মোরে হেরি, ওগো অভাগিনি ?
লৌহের এ কারাগার ভারতের দেশাচার,
পলাতে অক্ষম তুমি আজন্ম বন্দিনী !
পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী !

২

হায় এ পোড়া বঙ্গের।
সকলি বিরূপ প্রথা, স্বাধীনতা অধীনতা,
আতপত্র হয় হেথা পদ্ম-পল্লবের,
মরুভূমি মাঝে বারি ধরার দেবতা নারী
কীট হ'তে হয় হেয় আচারে এদের,
দুঃখ কে দেখে মোদের ?

৩

তব মলিন আনন,
সজল চাহনি তব, নিরন্তর নিরখিব,
নিরখি ভাসিবে রক্তে অভাগার মন,
তবু প্রিয়ে মম চিতে তব দুঃখ নিবারিতে
সাহস হবে না মোর ভুলিয়া কখন,
তৃষা করিতে বারণ।

৪

গৃহে ফিরে যাও প্রাণ,
ভুলে যাও প্রাণধন চারি চক্ষে সম্মিলন
হয়েছিল এক দিন বধিতে পরাণ,
অদৃষ্টের সে ছলনা ভুলে যাও সুবদনা,
মন্দির, আরতি, পুষ্প, নিশি-অবসান,
গৃহে ফিরে যাও প্রাণ।

৫

তব সকলি স্বপন!
চাহিনি তোমার পানে, ফেলিনি কখন জ্ঞানে,
তোমারও বর-অঙ্গে কুসুম-চন্দন;
মন্দিরের পার্শ্ব হ'তে শিউলি পাদপ হ'তে
হয়েছিল তব দেহে পুষ্প-বরিষণ,
আমি ফেলিনি কখন।

৬

তুমি মন্দির হইতে,
ফিরে যবে যাও ঘরে, তোমার পশ্চাতে ধীরে
করিনি গমন আমি অলক্ষ্য ভাবেতে;
শুষ্কপত্র নিশিশেষে পড়ে সে নির্জ্জন দেশে
হয়েছিলে প্রতারিত সেই সে রবেতে,
আমি যাইনি পশ্চাতে।

৭

তুমি শুনিলে নিশ্বাস,
ভাবিলে অভাগা হিয়া যায় বুঝি বাহিরিয়া,
ধরাতলে কে না হয় কল্পনার দাস?
তরুদলে কাঁপাইয়া, বংশ-শ্রেণী নাচাইয়া,
নিশীথে বহিতে ছিল চঞ্চল বাতাস,
নহে আমার নিশ্বাস।

৮

নহে আমার বাঁশরি,
নহে সে বিরহ-গান যাহাতে তোমার প্রাণ
উদাস আমার দুঃখে উঠিল শিহরি;
"বউ কথা কও" পাখী গাছের আড়ালে থাকি
নিশীথে ঢালিতে ছিল সঙ্গীত-লহরি,
নহে আমার বাঁশরি।

৯

সেই বকুল তলায়
তোমার সুকর ধরি কহিনি গো "প্রাণেশ্বরি,"
আবেশে চুম্বন আমি করিনি তোমায়,
চরণ-আঘাতে তথা "উহুমরি" এই কথা
বাহির হইয়াছিল পড়িয়া ধরায়,
জ্ঞানে ধরিনি তোমায়।

১০

আমি তোমারে হেরিতে

রৌদ্রের উত্তাপ সয়ে, বরিষার জল সয়ে,

আপনা পাশরি আমি উঠিনা ছাদেতে ;

কলঙ্ক-রটনা ভয়ে তব আশা-পথ চেয়ে,

ডুবিয়া থাকি না আমি গঙ্গার গর্ভেতে,

সন্ধ্যা আইলে ধরাতে।

১১

মোর অসত্য বচন

তোমার লাগিয়া প্রাণ ভিজাইনা উপাধান ;

প্রাঙ্গণে পাতিয়া শয্যা করি গো শয়ন,

প্রাঙ্গণের আম্র তরু কাঁপে সদা গুরু গুরু,

ভিজাইয়া উপাধান করে রে রোদন,

নহে আমার নয়ন।

১২

নহে তোমার সে ছবি ;

ছবি এক হরিণীর, ফেলিছে নয়ন-নীর,

অপরূপ আঁকিয়াছে চিত্রকর কবি !

হরিণ অদূরে বসে, চায় যায় তার পাশে

শৃগাল ধরিয়া রাখে——নিদাঘের রবি,

বনে দহিছে মাধবি।

১৩

মোর নয়নের জলে
ছবি কলঙ্কিত হয়, তোমার হৃদয় কয়
তোমারি এ মূর্ত্তি আমি দেখি গো বিরলে ;
প্রণয়ের প্রতারণা প্রণয়ের প্রবঞ্চনা
বড়ই বিষম; প্রেম কত কথা বলে,
তাহা শুননা'ক ভুলে।

১৪

তুমি বড়ই অবোধ,
কেন কেন সর্ব্বত্যাগী ? কেন গো আমার লাগি
হৃদয়ের শান্তি সহ কর লো বিরোধ ?
কিবা দিবা বিভাবরী দংশে চিন্তা-বিষধরী,
একে চিন্তা তাহে কারাগার অবরোধ,
তব শ্বাস হয় রোধ।

১৫

তুমি আন্‌মনা হয়ে
কেন চাহ ঊর্দ্ধদিকে ? কেন বা অঙ্গুলি-নখে
ছেঁড় তব প্রাঙ্গণের তরু-কিশলয়ে ?
অপরে ডাকিলে কেহ "যাই" তুমি কেন কহ ?
কেন এই বাতুলতা শান্তির আলয়ে ?
ছাড় এ ছার প্রণয়ে॥

১৬

"আন মাথার চিরুণি"—

অমনি দর্পণ আন, কি আনিলে নাহি জান,
তোমার এ প্রেম প্রাণ অবশ্য বাখানি ;
এই ঘোর মোহবশে প্রমাদ ঘটিবে শেষে,
ভুলে যাও, ভুলে যাও, বিগত কাহিনী ;
ওলো প্রেম-পাগলিনি !

১৭

সেই মূরতি কোথায় !

দিন দিন পল পল দহে যেন চিতানল,
সর্পের নিশ্বাসে হায় চন্দন শুকায় ;
মানব-জীবন-নাশা অপরূপ ভালবাসা
পালিতেছ বক্ষে—এই প্রেম পিপাসায়,
নাহি তৃপ্তি-সুখ হায় !

১৮

" নারী-শরীর পাষাণ"

নিরাশায় ম্রিয়মাণ বলিতেছ তুমি প্রাণ,
কিন্তু শত ফুলে শিলা হয় শোভমান,
দয়াহীন এ সংসার দয়াহীন দেশাচার,
এই চারু ফুল বল কে করে আঘ্রাণ ?
নারী নহেক পাষাণ।

১৯

তব অদৃষ্টের ফলে

এই মরু-ভূমে হায়   সরস পাদপ প্রায়
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী জন্ম রক্ষঃ-কুলে ;
পল্লব শুকায়ে যাবে,   শুষ্ক কাষ্ঠমাত্র রবে,
সে কাষ্ঠ অঙ্গার হবে সংসার-অনলে,
কেহ দেখিবে না ভুলে।

২০

বঙ্গে প্রণয় মরণ ;

চিতানল শয্যাপরি,   সে প্রণয়ে তৃপ্ত করি
কেমনে বধিব প্রাণ তোমার জীবন ?
বড়ই নিষ্ঠুর আমি   ভাবিয়াছ. ভেব তুমি,
পারি না বঙ্গের বিষ করিতে অর্পণ,
সাধ করিতে পূরণ।

২১

আমি করুণা-বিহীন !

কিবা নিশি কি দিবসে ভাবি, কাল কবে এসে
করিবে আমারে তার কবল-অধীন ;
হবে না তা হ'লে আর   প্রণয়ে অঙ্গার সার
অভাগারে হেরি প্রাণ কিবা নিশি দিন,
তব সুবপুনলীন।

২২

তুমি যাবে মোর সাথে ?

কি বলিলি পাগলিনি চির-দগ্ধ-কপালিনি,

নাহি কি কলঙ্ক তথা মানুষে কাঁদাতে ?

নাহি ছি ছি নাহি ঘৃণা কুবাসনা কুরটনা ?

সতত কি ফুল ফোটে প্রেম-পারিজাতে

চিরদুঃখীরে হাসাতে ?

২৩

সে যে অজানিত দেশ !

অনিশ্চিতে কি বিশ্বাস ? দেবতা-হৃদয়ে বাস

হয়'ত করে না প্রাণ করুণার লেশ ;

হয়'ত এমনি করে . গুমরে গুমরে মরে

হইবে থাকিতে সদা ; কে করে উদ্দেশ,

নাহি যাতনার শেষ।

২৪

বঙ্গ-নরনারী তরে

হয়'ত ব্যবস্থা অন্য, নৈতিক আচার ভিন্ন,

পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী থাকে রে পিঞ্জরে !

সোণার শিকলে ধরি রাখে বঙ্গ-নরনারী,

নাহি যেতে দেয় কভু পিঞ্জর-বাহিরে,

যথা এ বঙ্গ-ভিতরে।

২৫

গৃহে ফিরে যাও প্রাণ,

ভুলে যাও প্রাণধন চারি চক্ষে সম্মিলন

হয়েছিল এক দিন বধিতে পরাণ;

অদৃষ্টের সে ছলনা ভুলে যাও সুবদনা

মন্দির, আরতি, পুষ্প, নিশি-অবসান,

গৃহে ফিরে যাও প্রাণ!

উদ্ভ্রান্ত প্রেম।

১

মনে পড়ে মোর—শৈশবে যখন

আছিলাম আমি নিতান্ত অজ্ঞান,

হৃদি-মুগ্ধ-কর মন্ত্রের মতন

শুনেছিনু এক উদাসীর গান।

২

বহু বহু দিন হয়েছে বিগত,

অদ্যাপি সে গীত ভুলিতে পারিনি—

শরীরের অস্থি মজ্জায় সঙ্গত

হইয়াছে সখে সে মধু রাগিণী।

৩

এই রূপে সখে জগত ভিতরি
কত বার কত লোকের চিত্তেতে
ফুল, মেঘ, নদী নিরীক্ষণ করি
চির রেখাঙ্কিত হয় রে প্রাণেতে।

৪

শৈশবে আমার মনের এ ভাব
হয়েছিল সখা শুনে সে রাগিণী ;
ভেবে দেখ মনে যৌবন-প্রভাব,
চিত্তবৃত্তি কত হবে উন্মাদিনী !

৫

যৌবনে হৃদয় হ'ল উচ্ছ্বসিত
কুসুম রাগিণী একত্র মিলনে ;
যেই মূর্ত্তি এবে অস্থি মজ্জা-গত,
ভুলিবারে বল, ভুলিব কেমনে ?

৬

কে আছে রে এই পৃথিবী মাঝার,
সহজে ছাড়িতে চাহে স্বজীবনে ?
এই মূর্ত্তি, এই প্রাণের আধার
করি অপসার, বাঁচিব কেমনে ?

৭

যেই চক্ষে আগে দেখিতাম ভবে
সকলি শ্মশান উদাস-আগার,
সেই চক্ষে আমি দেখিতেছি এবে
অনন্ত বসন্ত সুধার আধার।

৮

যে সুখ মলয় ঝুর ঝুর বয়
প্রিয়ার আকুল কুন্তল পরশে,
সেই সে মলয়ে হয়ে নিরদয়
নাহি সম্ভাষিব কোন ভাব-বশে ?

৯

চুম্বেরে চন্দ্রিকা প্রিয়া-মুখ-শশী,
আইলে সুখের মধু-যামিনী,
বল কোন প্রাণে হইয়া উদাসী,
না চুম্বিব সেই শশী-কামিনী ?

১০

তুমি বল লোকে করিছে গঞ্জনা,
আমি শুনি সুধু কোকিল-ঝঙ্কার,
আমি শুনি সুধু প্রণয়ের বীণা
নিঃশব্দে বাজে এ হৃদয়-মাঝার।

১১

কিসের সরম, কিসের অসুখ?
অলি গিয়া বসে মধু তামরসে,
জড়াইলে পাখা, পায় কি সে দুঃখ?
নীরবে পিয়ে সে আসব সরসে।

১২

যখনই সখে সাড়া পাই তার,
রৌদ্র বৃষ্টি বজ্র কিছুই মানি না,
সবেগে ছুটিয়া উদ্যানের ধার
আড়ে আড়ে দেখি সে মৃগ-নয়না।

১৩

হাসে মোর প্রিয়া, হাসে মোর চিত্ত,
জ্যোৎস্না-বিনিন্দিত সে হাসি নিরখি
হয় রে বাসনা হয়ে প্রেমোন্মত্ত
দেখি রে সে ধনে বক্ষে সদা রাখি।

১৪

অন্য কেহ তথা হৈলে উপনীত
ভয়ে লাজে প্রিয়া জড়সড় হয়,
সুখের ব্যাঘাৎ প্রেম বজ্রাঘাৎ
প্রেয়সীর ম্লান নয়ন জানায়।

১৫

এই রূপে চাহে নিশি হ'লে ভোর
প্রণয়ের যাগ অর্দ্ধ সাঙ্গ করি,
মাগিলে বিদায় আকুল চকোর,
এই রূপে চাহে আকুলা চকোরী।

১৬

কতবার প্রিয়া দিয়াছে আমায়
বেলফুল-হার প্রেম-উপহার,
হার-দাত্রী সখে চ'লে যবে যায়,
দংশে সেই হার ভুজঙ্গ-আকার।

১৭

তবু সেই মালা পরি হে গলায়,
রাখি শিরোদেশে, রাখি বক্ষঃপরে,
এ সুখ-যাতনা সখা হে তোমায়
বুঝাতে পারি না, পারি বুঝিবারে।

১৮

অনেকের ভাগ্যে গোলাপ তুলিতে
করদেশে যায় শোণিত বহিয়া,
অনেকের ভাগ্যে হয় রে রোপিতে
প্রণয়ের বীজ ধমনী চিরিয়া

১৯

হৃদয়ের রক্ত শোষি নিতি নিতি,
নিতি নিতি ক্ষীণ করিয়া ধমনী,
বাড়াব এ হেম-পীরিতি-ব্রততী
বুকে পেতে ল’য়ে প্রেমের অশনি।

২০

ডুবে রে তপন; ফোটে রে আমার
মানস-কুমদ আমোদ-সরসে,
ফুটিবে না কেন? গুঞ্জি চারিধার
প্রেয়সী-নয়ন-ভ্রমর পরশে।

২১

প্রেয়সীর রূপ জ্বলন্ত বিদ্যুৎ
আসিয়া আঘাত করে এ হৃদয়,
কাঁপে রে নয়ন, কাঁপে হস্তপদ,
মুহূর্ত্তে শরীর হয় বিদ্যুন্ময়।

২২

আবেশে অবশ ধরি প্রিয়া-কর,
না মানি আঁধার চরণ সঞ্চরে,
কৈলাসে সন্ধ্যায় যথা গৌরিহর
শিখরে শিখরে আনন্দে বিহরে।

২৩

জীবজন্তু যত জগত ভরিয়া
বিস্মৃতি-সাগরে হ'য়ে যায় লয়,
সমস্ত—সমস্ত—ব্রহ্মাণ্ড যুড়িয়া
আমরাই যেন আছি প্রাণীদ্বয়।

২৪

প্রেয়সীর আত্মা-ভিতরে প্রবেশি,
বিস্মরি আপন অস্তিত্ব-ভাবনা,
করে মোর আত্মা—প্রেমের সন্ন্যাসী
অপরূপ প্রেম-যোগ-আরাধনা।

২৫

এইরূপে কোন পদ্মের গরভে,
গুন্ গুন্ শব্দে বসে ষট্‌পদ,
পরিশেষে মাতি মাদক আসবে,
নাড়ে না রে পাখা, করে না শবদ।

২৬

কোথা হলাহল! সংসারের শোক,
লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, নিন্দা, অপমান!
এই মোর মুক্তি, এই পরলোক,
এই মোর বুদ্ধদেবের "নির্ব্বাণ"!

২৭

কতক্ষণে প্রিয়া “ ওই নাথ বাড়ি”—
শোকে অশ্রুমুখী, কথা নাহি সরে,
“ আজিকার মত দেও মোরে ছাড়ি”
কাঁপে প্রিয়া-বক্ষঃ গুরু গুরু ক’রে।

২৮

চুম্বি চারুমুখ কহিনু প্রিয়ারে,
“ কেন ও নয়নে কালিমা মাখাও,
কেন এ অশিব মঙ্গল ব্যাপারে,
মুছ অশ্রুজল, মোর মাথা খাও।

২৯

কেবল দিনান্তে নয়নের দেখা,
কেবল দিনান্তে প্রাণের পারণা,
তোমারি এ কথা, মুছি অশ্রুরেখা,
যাও প্রাণ গৃহে, যাও সুলোচনা।”

৩০

এইরূপে সখা নিতি নিতি নিতি
হয় রে দিনান্তে প্রাণের পারণা,
চাহ কি নাশিব জীবন-ব্রততী
ঢাকি চন্দ্রকর—চন্দ্রগত প্রাণা ?

৩১

হৃদয়ের রক্ত শোষি নিতি নিতি,
নিতি নিতি ক্ষীণ করিয়া ধমনি,
বাড়াব এ হেম-পীরিতি-ব্রততী
বুকে পেতে ল'য়ে প্রেমের অশনি।

দর্পণ-পার্শ্বে।

১

ভাল করি আসি দাঁড়াও রমণি,
ও মুখ-কমল হেরিব আজিকে
ফুটিত দর্পণে চারুচন্দ্রাননি ;
শ্বেতদূর্ব্বা জিনি ও শোভন অঙ্গ
নিরখিব আজি মানস ভরিয়া,
দর্পণের আগে দাঁড়াও আসিয়া।

২

চারু মুখপদ্ম ফুটিছে দর্পণে,
অধর-সংস্থিত বিরাজিছে তিল,
ভৃঙ্গ-শিশু যেন পদ্মপত্র-কোণে ;
গলদেশে আসি কৃষ্ণকেশরাশি,
হরিদ্রাভ অঙ্গ চুম্বিছে সঘনে।
কৃষ্ণমেঘ যেন সুধাংশু-বদনে।

৩

বক্ষঃদেশে মরি হস্ত সংস্থাপিত!
সুমৃদু হাসিতে দন্ত কুন্দ-পাঁতি
কিবা সুষমায় মরি সুসজ্জিত!
রূপের মাধুরী প'ড়িছে উথলি,
রূপের তটিনী বহিছে দর্পণে,
চন্দ্রলেখা যেন সরসী-বদনে।

৪

দর্পণ-ভিতরে চিত্রিত যে ছবি,
এ ছবি-তুলনা কে দিবে রে বল?
এ ছবি বর্ণিতে পারে না'ক কবি,
কাছে এস প্রিয়ে, মুখে মৃদু হাসি,
তাকাও সুমুখি মোর মুখ-পানে,
তোমার তুলনা তুমিই ভুবনে।

শয়ন-মন্দিরে।

১

প্রদীপ জ্বলিছে কক্ষে মিটি মিটি করি,
দ্বাদশীর সুধাকর, বাতাসে করিয়া ভর,
বর্ষিছে কিরণ-সুধা মুখ-পদ্মোপরি,
নিদ্রা যায় প্রিয়া মোর আপনা পাশরি।

২

নিদ্রা নাই চক্ষে মোর, চাহিনু ঘুমাতে ;
অতৃপ্ত নয়নদ্বয়, মুদ্রিত নাহিক হয়,
বার বার ইচ্ছা প্রিয়া-সুমুখ হেরিতে,
অতৃপ্ত নয়নদ্বয় চাহে না ঘুমাতে।

৩

কে চাহে ঘুমাতে বল ? হেন দৃশ্য, হায় !
যাহার নয়ন-আগে, স্বর্গধাম-সম জাগে,
কত ভাব, কত আশা হৃদয়ে জাগায়,
আপনা পাশরি সেই কেমনে ঘুমায় ?

৪

কোথায় কেমনে রাখি কিরূপে এ ধন !
এমনি তরল কায়া, পরশিতে হয় মায়া,
পাছে এ শিরীষ ফুলে লাগে রে বেদন,
ভাবিলে শিহরে উঠে শরীর-বন্ধন।

৫

কেন ধাতা স্থজিলে এ লজ্জাবতী লতা ?
পরশে কুঞ্চিত হয়, আতপ নাহিক সয়,
অভিমানে মুদে যায় নয়নের পাতা,
কেন ধাতা স্থজিলে এ লজ্জাবতী লতা ?

৬

নন্দন-কাননে শোভে পারিজাত ফুল ;
তাহারে উপাড়ি পাড়ি, মেদিনী-উরসে গাড়ি,
বিধাতার ইচ্ছা কিরে করিতে নির্ম্মূল ?
মেদিনী-মৃত্তিকা হায় কণ্টক-সঙ্কুল !

৭

হায় রে অবোধ আমি, নিন্দি বিধাতারে !
এ অমূল্য নিধি পেয়ে, কোথায় কৃতার্থ হ'য়ে,
ভাসিবে হৃদয় মম আনন্দ-আসারে,
তা না হ'য়ে ডুবিতেছে বিষাদ-আঁধারে !

৮

ক্ষম প্রিয়ে অপরাধ, তুমি গো আমার
জীবনের ধ্রুব-তারা, ঘুরিয়ে হ'তাম সারা
তুমি না দেখালে পথ, হায় এ সংসার
চারিদিকে জলময়, নিয়ত আঁধার !

৯

ঘুমাও, ঘুমাও, প্রিয়ে, ঘুমাও অবাধে,
আমি গো সংসারী ঘোর, শুন না বচন মোর,
সংসারের মর্ম্মভেদী শোক ও বিষাদে,
নাহি তব প্রয়োজন ; ঘুমাও অবাধে।

১০

জান তুমি স্বপ্ন-দেব-প্রিয়ার প্রকৃতি ;
নদ-নদী, গিরি-গুহা, জগতে সুন্দর যাহা,
দেখাও যা ইচ্ছা এরে ; কিন্তু এ মিনতি
দেখাও না জগতের বীভৎস-আকৃতি।

১১

ঘুমাইছে প্রিয়া মোর সুখের নিদ্রায়,
ঈষৎ চিবুক যেন, হইতেছে বিস্ফুরণ,
ঈষৎ কাঁপিছে ওষ্ঠ হাসির ছটায়,
তাহাতে চাঁদের আলো কেমন দেখায় !

১২

কাজ নাই জগতের সুখৈশ্বর্য্যে মোর !
ঈশ্বর নিয়ত যেন, এই ভাবে নিরীক্ষণ,
করিবারে পারে এই নয়ন-চকোর,
কাজ নাই যশ মান ধনৈশ্বর্য্যে মোর !

১৩

অনন্ত নিদ্রার ঘোরে হ'য়ে অচেতন,
এই চারু বক্ষঃপরে, শুইবারে সাধ করে,
ভুলি, সুখ, ভুলি দুঃখ, আপ্ত, পরিজন,
হায় সে অনন্ত নিদ্রা সুখের কেমন

১৪

ভুলিতে—ভুলিতে চাই, তথাপি ভাবনা
এসে পড়ে কোথা হ'তে, কি রোগ ধ'রেছে চিতে!
কিছুতেই সে ভাবনা এড়াতে পারে না,
বৃশ্চিক-দংশনে যেন অসীম যাতনা!

১৫

কতবার এ চিন্তায় হ'য়েছি চিন্তিত,
অন্য কারও হস্তে যেত, প্রিয়া পক্ষে ভাল হ'ত,
কেন প্রিয়া মোর করে হ'ল সমর্পিত?
অন্য কারও হ'লে পরে সুখেতে থাকিত!

১৬

এ সারল্য আমি হায় কোথায় রাখিব?
সংসার কাহারে বলে, যে না জানে কোন কালে,
সংসার-কুহক তারে কেমনে শিখাব?
এ সারল্য আমি হায় কেমনে রাখিব?

১৭

ঘুমাও, ঘুমাও, প্রিয়ে, ঘুমাও অবাধে,
আমি গো সংসারী ঘোর, শুন না বচন মোর,
সংসারের মর্ম্মভেদী শোক ও বিষাদে
নাহি তব প্রয়োজন; ঘুমাও অবাধে।

ঈশ্বরের প্রতি।

(টমাস্ মুর্ হইতে অনুবাদিত।)

১

এই যে বিস্ময়কর বিশ্ব চমৎকার,
হে বিভু, তাহার তুমি আলোক, জীবন;
দিবসে উজ্জ্বল প্রভা, রাত্রিতে চন্দ্রের বিভা,
প্রতিবিম্বমাত্র তব হে বিশ্ব-কারণ;
চারিদিকে ঘোষে তব মহিমা অপার,
সুন্দর উজ্জ্বল বস্তু সকলি তোমার।

২

বিদায়-কিরণ সঙ্গে তপন যখন,
সন্ধ্যার বিভক্ত মেঘে চাহে না ছাড়িতে,
বোধ হয় যে সময় সে দৃশ্য সুবর্ণময়,
মোহন সোপান-পথ স্বর্গেতে যাইতে,
অস্তোন্মুখ সূর্য্যের সে বিচিত্র বরণ,
তোমারি তোমারি তাহা হে বিশ্ব-কারণ!

৩

তারাময় পক্ষপুট করিয়ে বিস্তার,
তিমিরে আকাশ-ধরা ঢাকিলে যামিনী,
অসংখ্য নয়নোজ্জ্বল, পাখা করে ঝলমল,
যেন কোন কৃষ্ণবর্ণ চারু বিহঙ্গিনী;
ঐশিক অনল, সেই পবিত্র আঁধার,
অসংখ্য মহান্ বিভু, সকলি তোমার,

৪

তরুণ বসন্ত যবে হয়রে প্রচার,
তব আত্মা করে তার সুরভি নিশ্বাস;
প্রত্যেক কুসুম যারে, নিদাঘ গাঁথেরে হারে,
তোমারি নয়নালোকে তাহার প্রকাশ;
যে দিকে তাকাই তব মহিমা-অপার,
সুন্দর উজ্জ্বল বস্তু সকলি তোমার।

বুল্‌বুলের প্রতি।

(কীট্‌স্‌-বিরচিত ওড্‌ টু নাইটিঙ্গেলের অনুকরণে।)

১

মুদিয়া আসিছে আঁখি; হেন বোধ হয়
যেন সুরা ক'রে পান হারায়ে ফেলেছি জ্ঞান,
বিস্মৃতি-সাগরে যেন ডুবিছে হৃদয়;
পাখি রে তোমার
সুখের এ দশা হেরি (কহিতেছি সত্য করি),
হয় নাই বিদ্বেষ-সঞ্চার;
অমেয় আনন্দে তোর হৃদয় হ'য়েছে ভোর,
স্থান নাই রাখিবার আনন্দ অপার।

২

তুই যে মনের সাধে, খুলে মনঃ প্রাণ,
বসন্তের সমাগম, তরুজীব মনোরম,
এ বিজন নিকুঞ্জেতে করিস্ যে গান,
মত্ত আহ্লাদিনী সাজি সুষমা প্রকৃতি আজি
পুলকে বিহ্বল যেন ধরিয়াছে তান,
তাই ও আনন্দে তোর হৃদয় হ'য়েছে ভোর,
আনন্দ থুইতে পাখি নাহি আর স্থান।

৩

দে রে মোরে—কে দেবে রে? হেন উন্মাদিনী—
হেন উন্মাদিনী সুরা হ'য়ে যাহে মাতোয়ারা,
নীরবে অদৃশ্য হ'য়ে ত্যজি এ অবনি ;
নন্দন সুবাস ভরা, মন্দার-কুসুম-সুরা,
নাচে ঢল ঢল যেন উর্ব্বশী রঙ্গিণী,
দে রে মোরে, কে দেবে রে ? ত্যজিতে অবনি।

৪

সেই সুরা পান করি, তোরি মত পাখি
আঁধারে মিশায়ে যাব, একেবারে ভুলে যাব
সেই শোক, যাহা তোর দেখে নাই আঁখি ;
এই অবনিতে
শ্রম-জ্বর ভাবনায় জর জর নর-কায়,

বৃদ্ধের পলিতকেশ কাঁপে দিনে রেতে,
চিন্তা আর নিরাশায়, নাহিক প্রভেদ হায়,
প্রেত প্রেতিনীর দল বেড়ায় জগতে!
যুবক ঝুরিয়া যায়, সুন্দরীর চক্ষু হায়,
হয় রে অঙ্গারপ্রায় দেখিতে দেখিতে।

৫

চল্ চল্ তোরি সঙ্গে যাব রে বিহঙ্গ,
কবিতার পক্ষপুটে, যাইব আকাশে ছুটে,
থাক্ সুরা—চল্ পাখি যাব তোর সঙ্গ,
এই যে, এই যে তুই, তোর কাছে আমি এই,
দেখ্ দেখ্ রজনীর রঙ্গ,
ওই দেখ্ সুধাধার, চারি দিকে তারা তার,
শিশুকুলে শোভে যেন জননী-উৎসঙ্গ।

৬

কিন্তু এখানেতে অন্ধকার;
বায়ুপরে ভর দিয়া, আসিছে আলোক ছায়া,
ঝিকিমিকি লতাগুল্ম প্রশাখা মাঝার;
কি ফুল ফুটেছে হেথা, কোন ফল, কোন লতা,
না পাই দেখিতে কিছু, সকলি আঁধার!
তথাপি সৌরভে আমি, হৃদয়েতে অনুমানি,
কি কি ফুল ফুটিয়াছে? কেমন আকার।

কুসুম-ঈশ্বরী
গোলাপ সুষমাময়ী
মোর চারিধারে এই,
গন্ধরাজ, শেফালিকা, মল্লিকা সুন্দরী,
আনন্দে পাখিরে আমি আপনা পাশরি।

৭

শুনিতেছি গান তোর; কতবার হায়,
প্রায় যেন ভালবাসা বেসেছি মৃত্যুরে!
ক'রেছি মিনতি তারে কবিতা-গাথায়,
ডুবাতে এ শ্বাস-বায়ু বায়ুর সাগরে।
আজ যেন প্রিয় পাখি আরও সুখতর
(বোধ হয়) পরাণ ত্যজিতে,
বিনা চিন্তা, বিনা ক্লেশে, এ সুখ-নিশীথে;
তুই যবে এইরূপ হৃদয়-নির্ঝর
বহাস্ আনন্দচিতে, হায় ও স্বর্গীয় স্রোতে
ব্যস্ত যেন জগতে ভাসাতে;
গাইতে থাকিবি তুই, হবে মৃত্যুগীত ওই—
পরাণ ত্যজিব আমি শুনিতে শুনিতে।

৮

মরণের জন্য তোর হয় নি জনম,
ওরে অমর বিহঙ্গ ;
ক্ষুধার্ত্ত সন্ততি-চাপে সদা নরদেহ কাঁপে,
জানে না সে সব জ্বালা তোর কিন্তু অঙ্গ।
শুনিতেছি যেই স্বর আজি এ নিশীথে,
পাখি রে এ সুধাস্বর রাখাল ও নৃপবর
শুনেছিল পূরব কালেতে ;
সেই স্বর এই
সকরুণ দয়াময় হৃদয়ে হইল লয়
জানকীর যেই ;
নল বাসনার সেই গভীর কাননে,
সুরবন্দিনীর মুছায়েছে নীর
কত বার এই স্বর বিদেশে নির্জনে।

৯

নির্জ্জন !!—কি ভীম কথা ! একটি কথায়
পাখি রে কন্দুক মত ছেড়ে তোর সন্নিহিত
ছুটে যেন মোর আত্মা এল পুনরায়।
বিদায় !!—কল্পনা তত পারে না ভুলাতে

খ্যাতি যত বিশ্বে তার জগত-মোহিনী;
বিদায়! বিদায়! পাখি তোর কণ্ঠস্বর একি?
ক্ষীণতর—ক্ষীণতর—যেন নাহি শুনি;
মিশাইল গুহামাঝে কলকণ্ঠধ্বনি।
স্বপ্ন একি? অথবা এ জাগ্রতে স্বপন?
স্থগিত সে সুখগীত; আমি কিরে জাগরিত?
ব'লে দেরে আমি কিরে নিদ্রায় মগন।

সম্পূর্ণ।

Printed by I. C. Bose & Co., Stanhope Press, 249,
Bow-Bazar Street, Calcutta.